দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ছাত্রদলের কমিটি ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত

নেতাদের উপর ক্ষুব্ধ খালেদা জিয়া

■ আনোয়ার আলদীন

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া আন্দোলনে ব্যর্থতার জন্য ছাত্রদল ভেঙ্গে দিয়ে নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। ছাত্রদলের উপর তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। খালেদা জিয়া বলেছেন, অছাত্রদের দিয়ে ছাত্রদল চলতে পারে না। তারা সংসার সামলাবে নাকি আন্দোলন করবে? ব্যবসা করবে না আন্দোলন করবে? ছাত্রদলের অতীত গৌরবময় ইতিহাস তারা এবার ম্লান করে দিয়েছে। নিয়মিত ছাত্ররা কমিটিতে থাকলে এই পরিণতি হতো না। তোমরা ব্যর্থ। তোমাদের দিয়ে এ সংগঠন চলতে পারে না।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

ছাত্রদলের কমিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমি নিয়মিত ছাত্রদের দিয়েই এবার কমিটি করবো।

গতকাল রাত নয়টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বিরোধীদলীয় নেত্রীর গুলশান কার্যালয়ে খালেদা জিয়া ছাত্রদল নেতাদের তলব করে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে কেবল ছাত্রদল নয়, আন্দোলনে ব্যর্থতার জন্য বিএনপি'র অন্যতম অঙ্গসংগঠন যুবদল এবং স্বেচ্ছাসেবক দল ভেঙ্গে দেয়ে সাজানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান বেগম জিয়া। খালেদা জিয়া বলেন, তোমাদের উপর আমার অনেক আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তোমরা তা ভঙ্গ করেছো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তোমরা মিছিল করতে পারো না। আমরা এই ছাত্রদলের কাছ থেকে কিছুই পাইনি। শুধু বড় বড় কথা বললেই হবে না। রাজপথে তার প্রমাণ দিতে হয়। ছাত্রদলের নেতারা তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চাইলে বেগম জিয়া তাদের উপর চটে যান। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বক্তব্য থামিয়ে দেন। তিনি বলেন, তোমরা কী বলবে? যা বলার আমিই বলবো, তোমরা শোনো। শুধু বড় বড় পদ নিয়ে বসে থাকলেই হয় না। আন্দোলনের কোন খবর নেই, শুধু বড় বড় কথা।

খালেদা জিয়া বলেন, খুব শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি ভেঙ্গে দেব। হলগুলোর কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হবে। নিয়মিত ছাত্রদের দিয়েই কমিটি হবে। কোন অছাত্র, বিবাহিত ছাত্রদলে থাকবে না। বৈঠক সূত্র জানায়, কারাবন্দী ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদ হাবিব মুক্তিলাভের পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবায়দুল হক নাসির, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মহিদুল ইসলাম হিরু, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ খান পারভেজ, জহুরুল হক হলের সভাপতি হুমায়ুন কবির, মহসিন হলের সভাপতি এজমল হোসেন পাঠান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের সভাপতি মামুন বিল্লাহ, রোকেয়া হলের সভাপতি সাহানুর নাগিস, মহসিন হলের সাধারণ সম্পাদক এহতেশামুল হক, সূর্যসেন হলের সাধারণ সম্পাদক করিম সরকার, শহীদুল্লাহ হলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওহাব, ফজলুল হক হলের সাধারণ সম্পাদক হাসানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ।